দৈনিক বাংলা ... 218

তারিখ ... 18/6/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ... ...

খসড়া দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এই বিশেষ সম্মেলন খসড়া দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বিশেষ দিক, সরকারের নির্দেশে পরিকল্পনা কমিশন একটা খসড়া তৈরি করে আপনাদের সামনে পেশ করেছে। আপনারা তার উপর আলোচনা করেছেন এবং সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ রাখবেন—এটা আমাদের সবার কাছেই আনন্দের কথা। সরকারের জনমত যাচাইয়ের এই নীতি, পরিকল্পনা কমিশনের খোলা মন এবং আপনাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ সাড়া এসবই আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, যে চিন্তা ধারার আদান-প্রদান আপনারা আজ শুরু করলেন, ভবিষ্যতে তা আরো ব্যাপক ও সুন্দর হোক, সরকার ও আপনাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর ও নিবিড়তর হোক, এবং জাতীয় জীবনে ও সরকারী নীতিতে আপনাদের মতামতের যথাবিহিত প্রতিফলন থাকুক। এই দিক থেকে আপনাদের দায়িত্ব অনেক—এই সম্মেলনে আপনারা যা করবেন, এবং যেভাবে করবেন—তাই পথ দেখাবে ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক কোন দিকে কিভাবে যাবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আপনারা এই গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ।

২। আমাদের এই খসড়া দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকে অনেক দিক থেকে দেখা যেতে পারে, এটা কি সত্যি একটা পরিকল্পনা, না কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের যোগফল? এটা কি এগিয়ে যাওয়া না পিছিয়ে পড়া পরিকল্পনা? এতে কি সত্যি নতুন কিছু আছে—না শুধু চালু প্রকল্পের দৌরাত্ম্যই আছে? ভবিষ্যতের জন্য কোন পথ নির্দেশ বা পথ পরিষ্কার করার নির্দেশ, এতে আছে কি? আরো অনেক প্রশ্ন—যা আপনারা নিশ্চয়ই তুলবেন এবং বিবেচনা করবেন।

পরিকল্পনা কমিশনের আমার বিশিষ্ট বন্ধুগণ সব সময়ই আপনাদের সাথে থাকবেন, তাঁরা যা করতে পেরেছেন এবং যা করতে পারেননি, সবই আপনাদের বলবেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও আপনাদের অবহিত করবেন। আপনারা সবাই খোলা মন নিয়ে সবকিছু আলোচনা করুন, এবং এখন কি করতে হবে না হবে, কি করা সম্ভব ও সম্ভব নয় তা বলুন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আপনাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

৩। একটা পরিকল্পনায় সাধা

ডক্টর মির্জা নূরুল হুদা
রাষ্ট্রপতির পরিকল্পনা উপদেষ্টা

রণভাবে কয়েকটা জিনিসের সমাবেশ থাকে, যেমন তার উদ্দেশ্য বা মূলত মানুষের জীবন মান উন্নয়ন, লক্ষ্যমাত্রা যাতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কি করা সম্ভব তা নিরূপণ, কার্যক্রম যাতে এই সব লক্ষ্য অর্জিত হয়, সেই কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাল-মসলা-মানবিক, ব্যবহারিক এবং আর্থিক, এবং সেই কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ক্ষেতে খামারে, কল-কারখানায়, জীবনের সর্বস্তরে। আমাদের এই দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায়-এর সব কিছুই আছে তবে কমবেশি। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্বল্প মেয়াদী ব্যাপার নয়। এগুলো সার্বিক জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় জীবন দর্শনের একটা অংগ। এইসব উদ্দেশ্য একবার নিরূপিত হলে এবং ঠিকভাবে নিরূপিত হলে, বার বার তা বদলা বার দরকার থাকে না। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের খুব অবকাশ নাই। এ-

গুলো সবই ভালো কথা, আসল কথা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যসমূহের কোনটার কতোখানি আমরা বাস্তবে হাসিল করতে পারবো। এই কাজটাই আমরা করতে চেষ্টা করেছি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রায় যেখানে উদ্দেশ্যের দার্শনিক ভাষা লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে। আর এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যক্রম, এবং সেই কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাল-মসলা ও উপায় সম্বন্ধে বেশ কিছু কথাবার্তা বলেছি। দুই বৎসর অত্যন্ত সীমিত সময়, এই পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাও অত্যন্ত সীমিত এখানে যা আছে তা অত্যন্ত কম, যা নাই তা অত্যন্ত বেশি। দুই বৎসরের মধ্যে যেটুকু সম্ভব শুধু তাই এখানে বলা হয়েছে, এবং এই সীমিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাতে কোনরকম ফাঁক না থাকে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

৪। যেকোন পরিকল্পনার এক-গাদা প্রকল্প থাকে—চালু প্রকল্প, নতুন প্রকল্প, অনুমোদিত প্রকল্প, অননুমোদিত প্রকল্প, তৈরি প্রকল্প অ-তৈরি প্রকল্প, প্রকল্পগুলোই হচ্ছে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার কায়িক রূপায়ন। এই সব প্রকল্প সম্পর্কে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠে তা হচ্ছে—এগুলো কি শুধু মাত্রই গাদাগাদি করে সাজানো প্রকল্প, অনেকগুলো অ-গোছালো প্রকল্পের যোগফল বা সমষ্টি, নাকি-এর মধ্যে এমন ভাবের একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আছে, যাতে করে একে একটা কার্যক্রম বলা যায়। আমি বলতে চাই চালু প্রকল্পের দৌরাত্ম্য অনেক গুরুতর প্রকল্প হিসাবে বিচার করতে, এবং এদের মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আনতে চেষ্টা করেছে, এবং এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

৫। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় চালু প্রকল্পের দৌরাত্ম্য অনেক বেশি, মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৪৩ ভাগ। এর কারণও সবারই জানা আছে, বহুবছর আগে থেকেই এখানে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, যার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে প্রধানত আর্থিক কারণে। আজ সেগুলো সমাপ্তির পথের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পরিকল্পনা কমিশন কোন রকম বাছ-বিচার না করেই এগুলো দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, খানিকটা সত্যি এই জন্যে যে আজ নতুন প্রকল্প হিসাবে আমরা হয়তো এর অনেকগুলোই গ্রহণ করতাম না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—ধরুন একটা প্রকল্প আজকের বিচারে খুব ভালো না, কিন্তু অর্ধেক দূর এগিয়ে গেছে, বেশ কিছু খরচও হয়েছে; এখন বন্ধ করে দিলে সব খরচটাই গচ্চা, এবং সাথে সাথে শিক্ষিত বেকারত্ব বৃদ্ধি, আর শেষ করলে কিছু সুফল লাভ। এমতাবস্থায়, চালু প্রকল্প সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন যা করছে, তা হচ্ছে: (ক) যে সমস্ত প্রকল্প সমাপ্তির কাছাকাছি এসে পেছে, সেগুলো যথাশীঘ্র সম্ভব সমাপ্ত করা, (খ) যেগুলো সবে মাত্র শুরু হয়েছে, সেগুলো পুনর্বিবেচনা করা, এবং (গ) যেগুলো বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে সেগুলোকে পর্যায়ে পর্যায়ে ভাগ করা এবং সেই পর্যায়মত সমাপ্ত করা। আপনারা শুনে আশ্বস্ত হবেন যে, পরিকল্পনা কমিশন বেশ জোরে সোরে এই কাজ শুরু করেছে, এবং এর মধ্যেই এর কিছু সুফল পাওয়া গেছে। ২০-২৫টা চালু প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে, এবং পুনর্বিবেচনা ও সমাপ্তির কাজ তরান্বিত করা হচ্ছে।

(অসমাপ্ত)